ISSN (ELECTRONIC): 2945-3135

Susmita Mistri (2026). *ন্যায়ামৃত ও অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে মোক্ষ বিষয়ক বিচার.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 30-41.

INTERNATIONAL JOURNAL OF
MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & REVIEWS

journal homepage: www.ijmrr.online/index.php/home

ন্যায়ামৃত ও অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে মোক্ষ বিষয়ক বিচার

Dr. Susmita Mistri

Assistant professor (stage II), Department of Philosophy, Academic building I (Ground Floor)
Sidho-Kanho-Birsha University, P.O-Purulia Sainik school, Rachi Road,
Purulia-723104, West Bengal, India.

How to Cite the Article: Susmita Mistri (2026). *ন্যায়ামৃত ও অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে মোক্ষ বিষয়ক বিচার.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 30-41.

https://doi.org/10.56815/ijmrr.v5i4.2026.30-41

মধ্বাচার্য ব্রহ্মসূত্রের উপরে যে ভাষ্য রচনা করেন সেই ভাষ্য দ্বৈতভাষ্য নামে প্রসিদ্ধ। মধ্বাচার্যের ভাষ্য অনুসরণ করিয়া পরবর্তীকালে আচার্য জয়তীর্থ, আচার্য ব্যসতীর্থ, রামাচার্য, শ্রীনিবাসাচার্য প্রমুখ মাধ্ব আচার্যগণ অদ্বৈত গ্রন্থসমূহকে সুতীক্ষ্ণভাবে খণ্ডন করেন। এই কারণে পরবর্তীকালে মাধ্ব গ্রন্থসমূহই অদ্বৈতবেদান্তে প্রভাব পূর্বপক্ষরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে।

নব্য বৈদান্তিকগণের নিকট মাধ্ব পক্ষই প্রধান পূর্বপক্ষরূপে বিবেচিত হইত।

মাধ্ব আচার্য ব্যসতীর্থ বিরচিত ন্যায়ামৃত গ্রন্থ অবলম্বনে মুক্তি বিষয়ে অদ্বৈত মতের বিরুদ্ধে যে মাধ্ব সম্প্রদায়ের আপত্তিসমূহ তাহা বিস্তৃতরূপে উপস্থাপিত হইবে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে এই সমস্ত মাধ্ব আপত্তি খন্ডন করা হইবে।

আচার্য ব্যাসতীর্থ তাঁহার ন্যায়ামৃত গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে মোক্ষ বিষয়ে তাঁহার আপত্তিসমূহ উপস্থাপন করিয়াছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম প্রকরণ অবিদ্যানিবৃত্তিভঙ্গ প্রকরণের আরম্ভে ন্যায়ামৃতকার অদ্বৈত বেদান্তীকে প্রশ্ন করিতেছেন যে, অদ্বৈত বেদান্তী যে অবিদ্যার নিবৃত্তি বা অবিদ্যার অপ্রময় মোক্ষস্বরূপ বলিয়া থাকেন তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, ইহাতে ন্যায়ামৃতকার অদ্বৈতীকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, যে

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Susmita Mistri (2026). *ন্যায়ামৃত ও অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে মোক্ষ বিষয়ক বিচার.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 30-41.

অবিদ্যানিবৃত্তিকে অদ্বৈতী মোক্ষরূপে স্বীকার করেন সেই অবিদ্যানিবৃত্তির স্বরূপ কী প্রকার? উহা কি আত্মমাত্র? অথবা উহা অনাত্মস্বরূপ?

এইরূপ বিকল্প উপস্থাপনপূর্বক ন্যায়ামৃতকার প্রদর্শন করিয়াছেন যে, এই উভয় বিকল্পের মধ্যে কোনওটিই অদ্বৈতী অভিপ্রেত হইতে পারে না। অবিদ্যানিবৃত্তি যদি আত্মমাত্র হয়, তাহা হইলে আত্মা নিত্য হওয়ায় অবিদ্যা নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ সাধ্য পদার্থ হইবে না। কারণ কোনো নিত্য পদার্থই উৎপন্ন বা সাধ্য পদার্থ হইতে পারে না। যদি অবিদ্যানিবৃত্তি সাধ্য পদার্থ না হয় তাহা হইলে উহার সাধনের উপদেশ নিরর্থকই হইবে। অতএব মোক্ষ যদি সাধ্য পদার্থই না হয়, তাহা হইলে উহার উপদেশের নিমিত্ত উহার সাধনের উপদেশ ব্যর্থই হইবে।

এইরূপ শঙ্কা উত্থাপন করিতে ন্যায়ামৃতকার অবিদ্যানিবৃত্তিভঙ্গ প্রকরণের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন “ননু এব তদযুক্তম্ অবিদ্যানিবৃত্তির্হিমোক্ষঃ। জ্ঞানং চ অবিদ্যাং দীপ ইব অন্ধকারং প্রসাদনিরপেক্ষমেব নিবর্তয়তি। স্যাদেতদ্ অবিদ্যানিবৃত্তেরাত্মমাত্রত্বে ন সাধ্যত্বম্। অনাত্মত্বে তু সত্ত্বে অদ্বৈতহানিঃ। অনির্বচয়ত্বেঅবিদ্যা তৎকার্যযোরন্যতরত্বং স্যাৎ।”[১] কেহ বলিতে পারেন, বৃত্তিবিশিষ্ট আত্মাই অজ্ঞাননিবৃত্তিস্বরূপ। কিন্তু ইহাতে ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করিতেছেন যে বৃত্তি বিশিষ্ট আত্মচৈতন্যকে অজ্ঞাননিবৃত্তিস্বরূপ বলা যায় না। কারণ তাহা হইলে বৃত্তির নিবৃত্তিতে অজ্ঞান নিবৃত্তিরূপ মোক্ষেরও নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। যেহেতু বৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত যে আত্মচৈতন্য তাহাকেই অজ্ঞানহানি বা অজ্ঞান নিবৃত্তি বলা হইয়াছে। যদি ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, উপলক্ষণ নিবৃত্তি হইলেও মুক্তির নিবৃত্তি হয় না। যেমন পাকক্রিয়ার নিবৃত্তি হইলেও পাচকের নিবৃত্তি হয় না।

এইরূপ মত উপস্থাপন করিতে ন্যায়ামৃতকার একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।

“নিবৃত্তিরাত্মা মোহস্য জ্ঞাতত্বেনোপলক্ষিতঃ।

উপলক্ষণহানেপি স্যান্মুক্তিঃ পাচকাদিবৎ।” ইতি।।[২]

অর্থাৎ আত্মাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি। কিন্তু শুদ্ধ আত্মচৈতন্য অজ্ঞানের নিবৃত্তিস্বরূপ নহে, জ্ঞানের দ্বারা উপলক্ষিত হইলে তবেই আত্মচৈতন্য মোহের বা অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া থাকে। ইহাতে যদি আপত্তি হয় যে, উপলক্ষণের হানি হইলে মুক্তিও বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

ইহারই উত্তরে উক্ত সন্দর্ভের দ্বিতীয়ার্থে বলা হইয়াছে ‘উপলক্ষণহানে মুক্তিঃ পাচকাদিবৎ’ অর্থাৎ উপলক্ষণ বিনষ্ট হইলেও মুক্তির কিন্তু বিনাশ হয় না। যেমন পাচকের উপলক্ষণ পাকক্রিয়ার নিবৃত্তি হইলেও পাচকের নিবৃত্তি হয় না।

বস্তুতঃপক্ষে এইস্থলে ন্যায়ামৃতকার প্রশ্ন করিতেছেন যে, যখন কোনও ব্যক্তিকে পাচক বলা হয় তখন সেই পাচকত্ব ধর্ম প্রকৃতপক্ষে কী? তাহা কি পাককর্তৃত্ব অথবা পাককর্তৃত্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব অথবা

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Susmita Mistri (2026). *ন্যায়ামৃত ও অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে মোক্ষ বিষয়ক বিচার.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 30-41.

পাককর্তৃত্বাভাবানধিকরণত্বরূপ পাপকর্তৃত্বযোগ্যত্ব? যদি বলা হয় পাচকত্ব পাককর্তৃত্ব মাত্র তাহা হইলে বলিতে হইবে দেবদত্তরূপ পাচক যখন পাক করেন না, তখন তাহাতে পাচক পদের প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নহে। অবশিষ্ট দুইটি ধর্ম পাকক্রিয়া বিনষ্ট হইলেও দেবদত্তে থাকিয়া যায়। কিন্তু মুক্তির পর আত্মাতে অতিরিক্ত কোনো যোগ্যত্বাদি ধর্ম থাকে না। চৈতন্যমাত্রই মুক্তিতে অদ্বৈতমতে অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু চৈতন্যমাত্র যে অখণ্ডাকারা বৃত্তির দ্বারা জীবন্মুক্তি উৎপন্ন হয় সেই অখণ্ডাকারা বৃত্তির পূর্বেও চৈতন্যমাত্র থাকে। তাহা হইলে অখণ্ডাকারা বৃত্তির পূর্বেই মুক্তি থাকে না কেন? সুতরাং মোক্ষে অসাধ্যতা প্রসঙ্গে প্রসক্তি হইল। অর্থাৎ মুক্তিকে অসাধ্যই বলিতে হইবে। আর পাকোপলক্ষিত যে ব্যক্তি তিনিই পাচক এইরূপে পাকোপলক্ষিতত্ব তুল্য বৃত্তি উপলক্ষিতত্বরূপ ধর্ম যদি মোক্ষাবস্থায় স্বীকার করা হয় তাহা হইলে মোক্ষাবস্থাকেও সবিশেষ বলিতে হইবে। উহাকে নির্বিশেষ বলা যাইবে না। ন্যায়ামৃতকার এইস্থলে এইরূপ আপত্তি উপস্থাপন করিতে বলিলেন,

“নিবৃত্তিরাত্মা মোহস্য জ্ঞাতত্বেনোপলক্ষিতঃ।

উপলক্ষণহানেপি স্যান্মুক্তিঃ পাচকাদিবৎ।” ইতি।।[৩]

এইরূপে এই প্রকরণে ন্যায়ামৃতকার বহু যুক্তির অবতারণা করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, অদ্বৈত বেদান্তী অনর্থহেতু অবিদ্যার প্রহাণ বা নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ উপপাদন করিতে পারেন না।

ন্যায়ামৃতের চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথম প্রকরণে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ যে উপপাদন করা যায় না, ইহা প্রতিপাদন করিবার পর দ্বিতীয় প্রকরণে ন্যায়ামৃতকার প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, অদ্বৈতমতানুসারে অবিদ্যার নিবর্তকও নিরূপণ করা যায় না। অদ্বৈত বেদান্তী বলিয়া থাকেন যে, শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য অবিদ্যার সাধক হওয়ায় উহা অবিদ্যার নিবর্তক হইতে পারে না। ব্রহ্মবিষয়ক বেদান্তশ্রবণাদির ফলে যে অখণ্ডাকারা অপরোক্ষবৃত্তি তাহাই অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া থাকে। ইহার বিরুদ্ধে ন্যায়ামৃতকার বলিয়া থাকেন, এইরূপ অদ্বৈতসিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে, ন্যায়ামৃতকার ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত সিদ্ধান্তীকে প্রশ্ন করিতেছেন যে, স্বপ্রকাশ চৈতন্য যে অবিদ্যার নিবর্তক অথবা ব্রহ্মবিষয়ক বা ব্রহ্মাকার অপরোক্ষবৃত্তিই অবিদ্যার নিবর্তক। ইহাদের মধ্যে প্রথম পক্ষ যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ অবিদ্যাকালেও অর্থাৎ বন্ধকালেও অবিদ্যা থাকে, সেইকালে স্বপ্রকাশ চৈতন্য থাকে। সুতরাং স্বপ্রকাশ চৈতন্যের দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, ইহা অদ্বৈতী বলিতে পারেন না। দ্বিতীয় পক্ষও যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ অখণ্ডাকারা অপরোক্ষ ব্রহ্মবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তিকে অদ্বৈতী অবিদ্যার নিবর্তক বলিয়া থাকেন, উহা অনাত্মা হওয়ায় অসত্যই কিন্তু অবিদ্যা নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ আত্মস্বরূপই হওয়ায় উহাকে অদ্বৈতী সত্যই বলিয়া থাকেন। অসত্য বৃত্তি সত্য মোক্ষের সাধক হইতে পারে না। শুধু তাহাই নহে, বৃত্তি অনাত্মস্বরূপ হওয়ায় বৃত্তি স্বয়ং অজ্ঞানেরই কার্য। যাহা অজ্ঞানের কার্য, তাহা অজ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে না।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

ISSN (ELECTRONIC): 2945-3135

Susmita Mistri (2026). *ন্যায়ামৃত ও অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে মোক্ষ বিষয়ক বিচার.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 30-41.

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন, যে, অন্তঃকরণবৃত্তিতে সমারূঢ় চৈতন্যই অজ্ঞানের নিবর্তক বা বিরোধী হইয়া থাকে। কারণ যাহা সাক্ষাৎভাবে চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় সেই সুখাদিতে অজ্ঞান দৃষ্টই হয় না। কিন্তু সিদ্ধান্তী যদি অন্তঃকরণবৃত্তিতে সমারূঢ় চৈতন্যের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি প্রতিপাদনের প্রয়াস করেন তাহা হইলে ন্যায়ামৃতকার বলিবেন যে, রাগ ও দ্বেষের মধ্যে যেরূপ জাতিগত বিরোধ থাকে সেইরূপ বৃত্তি ও অজ্ঞানের মধ্যে জাতিগত বিরোধ স্বীকার করা যায় না। কারণ রাগের দ্বারা নিবৃত্তেদ্বেষ সত্য পদার্থ কিন্তু বৃত্তির দ্বারা নিবৃত্তে যে অজ্ঞান উহাকে অদ্বৈতী সত্য বলেন না। ন্যায়ামৃতকারের মূল আপত্তি অধ্যাপনের নিমিত্ত বলিয়াছেন "যচ্চ উচ্চতে ব্রহ্মরূপায়াঃ স্বপ্রকাশচিতোহজ্ঞানসাধকত্বেন তদনিবর্তকত্বেপিতদ্বিষয়া বেদান্তশ্রবণাদিজন্যা অপরোক্ষবৃত্তিনিবর্তিকাইতি, তন্নঅসত্যাৎসত্যসিদ্ধের্নিরস্তত্বেনাসত্যয়া বৃত্ত্যসত্যায়া নিবৃত্তেসিদ্ধেঃ।"[৪]

শুধু তাহাই নহে, যদি সিদ্ধান্তী বলেন যে, শুক্তাদি জ্ঞান যেরূপ শুক্তি ইত্যাদি অর্থকে প্রকাশ করিয়া শুক্ত্যাদি বিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া থাকে ,তাহা হইলে ন্যায়ামৃতকার বলিবেন, যে শুক্ত্যাদি জ্ঞান শুক্ত্যাদি অর্থের প্রকাশ করিয়াই যদি শুক্ত্যাদি বিদ্যা অজ্ঞানের নিবর্তক হয়, তাহা হইলে বস্তুতঃপক্ষে চৈতন্যই তৎপদ অজ্ঞানের নিবর্তক হইবে। কারণ চৈতন্যই অর্থের প্রকাশক হয়। বৃত্তিই অচেতন হওয়ায় বৃত্তিতে সমারূঢ় চৈতন্য অর্থকে অধিকরূপে প্রকাশ করিবে ইহা অদ্বৈত বেদান্তী বলিতেই পারেন না। সুতরাং শুদ্ধচৈতন্য অজ্ঞানকে প্রকাশ করিতে পারে না। বৃত্তিতে সমারূঢ় হইলে চৈতন্য অজ্ঞানের প্রকাশক হইয়া থাকে এইরূপ বক্তব্য গ্রহণযোগ্যই হইতে পারে না। তাৎপর্য এই যে যদি অর্থ প্রকাশরূপ জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক হয়, তাহা হইলে চৈতন্যেরই অজ্ঞানের নিবর্তকত্ব উপপন্ন হয়। শুদ্ধচৈতন্যকে তাহা হইলে অজ্ঞানের নিবর্তক বলিতে হইবে। বৃত্তিতে সমারূঢ় হইলে চৈতন্য অধিকরূপে অর্থ প্রকাশিকা হয়, ইহা অদ্বৈতী বলিতে পারেন না। কারণ বৃত্তি জড়াত্মক বা অচেতন পদার্থ। তাহাতে সমারূঢ় চৈতন্য কিরূপে অজ্ঞানের নিবর্তক হইবে? এইরূপে এই প্রকরণে ন্যায়ামৃতকার অন্য বহু যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন অদ্বৈতী কোনও জ্ঞানকে শুদ্ধ চৈতন্যরূপ শুদ্ধজ্ঞান অথবা বৃত্তিতে সমারূঢ় চৈতন্যরূপ বৃত্তি জ্ঞান, এইরূপ কোনও জ্ঞানকে অজ্ঞানের নিবর্তক বলিতে পারেন না। সুতরাং অদ্বৈত মতে অজ্ঞানের নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ যেরূপ অনুপপন্ন, অজ্ঞানের নিবর্তকও সর্বথা অনুপপন্ন।

অনন্তর ন্যায়ামৃতের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ন্যায়ামৃতকার প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, অদ্বৈত বেদান্তী যে বলিয়া থাকেন, মুক্তি দুঃখনিবৃত্তি মাত্র নহে, কিন্তু নিরতিশয় আনন্দের স্ফূরক সেই সিদ্ধান্তও যুক্তিযুক্ত নহে।

এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ন্যায়ামৃতকার বলিয়াছেন যে আত্মার সুখরূপতাকে পুরুষার্থ বলাই যায় না। কারণ পুরুষের ইহাই অভিলাষ হইয়া থাকে যে, 'আমি সুখী হইব'। কিন্তু 'আমি সুখস্বরূপ হইব' এইরূপ অভিলাষ পুরুষের কদাপি হয়-ই না। পুরুষের ইচ্ছাই পুরুষার্থের নিয়ামক হইয়া থাকে। যেরূপে কোনও পদার্থ জ্ঞানের বিষয় হয়, সেইরূপেই তাহা পুরুষের ইচ্ছারও বিষয় হয় এবং সেইরূপেই ঐ সকল পদার্থ পুরুষের পুরুষার্থ

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Susmita Mistri (2026). ***ন্যায়ামৃত ও অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে মোক্ষ বিষয়ক বিচার.*** International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 30-41.

হইয়া থাকে। এইরূপে পুরুষার্থতা ইচ্ছার বিষয়তারূপ অবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। অন্যথা বৌদ্ধমতসিদ্ধ আত্মনাশাদিকেই পুরুষার্থ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আত্মানাশাদিকে পুরুষার্থরূপে কদাপি স্বীকার করা যায় না। কারণ আত্মানাশাদি ইচ্ছার বিষয়ই হয় না। এই কারণেই আত্মানাশাদি পুরুষার্থ হইতে পারে না। এইরূপ আপত্তি উপস্থাপন করিতে ন্যায়ামৃতকার বলিয়াছেন,

"উক্তং হি তস্মাদ্ অবিদ্যাস্তময়ো নিত্যানন্দপ্রতীতিতঃ।

নিঃশেষদুঃখোচ্ছেদাৎ চ পুরুষার্থঃ পরমো মতঃ।"[৫]

যদি ইহার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তী বলেন, নিরতিশয় আনন্দের স্ফুরণ স্বতঃই পুরুষার্থ, পুরুষার্থ মিথ্যার অনিয়ম্য, তাহা হইলে বৌদ্ধসম্মত আত্মনাশাদিকেও পুরুষার্থ বলিতে হইবে। এইরূপে এই প্রকরণেও বিভিন্ন বিকল্প উপস্থাপন পূর্বক সমস্ত বিকল্প খণ্ডন করিয়া ন্যায়ামৃতকার প্রতিপাদন করিলেন যে, নিরতিশয় আনন্দস্বরূপের স্ফুরণ পুরুষার্থরূপে উপপন্ন হইতে পারে না। বর্তমান অধ্যায়ে এই প্রকরণও সংক্ষেপে বিচারিত হইবে।

অনন্তর ন্যায়ামৃতের চতুর্থ পরিচ্ছেদে নির্বিশেষসুখত্বপুরুষার্থভঙ্গ শীর্ষক চতুর্থ প্রকরণে ন্যায়ামৃতকার প্রশ্ন করিতেছেন যে, মোক্ষ কাহার পুরুষার্থ? অহমার্থের? অথবা চিন্মাত্রের? ইহাদের মধ্যে প্রথম বিকল্প স্বীকার করাই যায় না। কারণ অদ্বৈতী অহমর্থ রূপ বিশিষ্ট অর্থের মোক্ষের সহিত সম্বন্ধই স্বীকার করেন না। চিন্মাত্রেরই মুক্তি স্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে, 'চিন্মাত্রের মুক্তি হউক? মুমুক্ষু ব্যক্তির এইরূপ ইচ্ছাই হইয়া থাকে। কিন্তু মুমুক্ষু ব্যক্তির এইরূপ ইচ্ছা কদাপি দৃষ্ট হয় না। পরন্তু 'অহম্ মুক্তঃস্যাম্' অর্থাৎ 'আমি মুক্ত হইব' এইরূপ ইচ্ছাই হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করিয়াছেন যে সুখ এবং প্রকাশ ইহারা উভয়ই ভিন্ন পদার্থ। আত্মা যদি কেবল সুখস্বরূপ হইত অথবা আত্মা যদি কেবল প্রকাশ স্বরূপ হইত তাহা হইলে আত্মা পুরুষার্থ হইত না। কারণ অজ্ঞাত সুখ বা অপ্রকাশিত সুখ পুরুষার্থ হয় না এবং যে প্রকার সুখ হইতে ভিন্ন তাহাও পুরুষার্থ হয় না। এইস্থলে অদ্বৈতী যদি আত্মচৈতন্যকে সুখস্বরূপ বলেন তাহা হইলে আত্মার অখণ্ডরূপত্বের হানি হইবে। অর্থাৎ আত্মাকে অখণ্ডরূপ বলা যাইবে না। এইরূপে বিভিন্ন যুক্তির দ্বারা ন্যায়ামৃতকার চতুর্থ প্রকরণে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, আত্মার সুখস্বরূপতা নিরতিশয় আনন্দস্বরূপতাও অদ্বৈতী উপপাদন করিতে পারেন না।

অনন্তর ন্যায়ামৃতকার চতুর্থ পরিচ্ছেদের পঞ্চম প্রকরণে অদ্বৈতসম্মত জীবন্মুক্তির বিরুদ্ধে বহু আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। অদ্বৈতী বলিয়া থাকেন যে, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যে ব্যক্তির অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়াছে, অথচ অবিদ্যার কার্যভূত দেহাদির প্রতিভাস হইতে থাকে সেই ব্যক্তিকে জীবন্মুক্ত পুরুষ বলা হইয়া থাকে। এইস্থলে ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান যদি অবিদ্যারই নাশক হয়, তাহা হইলে অবিদ্যানাশের অনন্তর দেহাদিরও নাশ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ দেহাদির উপাদানকারণ অবিদ্যা এবং উপাদানকারণ বিনা কার্যের স্থিতি

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Susmita Mistri (2026). ***ন্যায়ামৃত ও অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে মোক্ষ বিষয়ক বিচার.*** International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 30-41.

সম্ভব নহে, যদি উপাদানকারণ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই উপাদানের কার্য দেহাদি কীরূপে থাকিবে? ভাবরূপ কার্য কদাপি স্বীয় উপাদানকারণ বিনা থাকিতেই পারে না। দেহাদি সমস্ত কার্যই অবিদ্যা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কারণে অজ্ঞানের অভাবে দেহাদিও থাকিতে পারিবে না।

ন্যায়াদি সম্প্রদায় তন্তুরূপ উপাদানকারণ বিনা পটাদি কার্যের উৎপত্তি একক্ষণের জন্য স্বীকার করেন। কারণ ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মতে তন্তুধ্বংসই পটধ্বংসের কারণ। কার্য এবং কারণ সমানকালে উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ প্রথমে উৎপন্ন হইয়াই কার্যকে উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই কারণেই নৈয়ায়িক প্রভৃতি সম্প্রদায় বলেন যে, তন্তুধ্বংস হইবার পরক্ষণেই পটধ্বংস হয়। কিন্তু অজ্ঞানের বিনাশ হইবার পর জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহাদি বহু বৎসর যাবৎ রহিতে পারে। কিন্তু অজ্ঞানরূপ উপাদানকারণের নাশের অনন্তর দেহাদি কীরূপে বহুকাল যাবৎ থাকিবে? ইহাতে অদ্বৈত বেদান্তী বলিয়া থাকেন অবিদ্যালেশ অনুবৃত্ত হয় বলিয়াই দেহাদির অনুবৃত্তি হয়। তত্ত্বজ্ঞানের অনন্তর তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নাশ হইলেও অবিদ্যালেশের নাশ হয় না এবং সেই অবিদ্যালেশবশতঃ দেহাদির অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহাতে ন্যায়ামৃতকার অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে আপত্তি করিতেছেন যে, অবিদ্যালেশকে অবিদ্যার অবয়ব বলা যায় না। কারণ অদ্বৈতমতে অজ্ঞানকে নিরবয়ব বলা হইয়া থাকে। যাহার অবয়বই নেই লেশকে তাহার অবয়ব বলা সম্ভব নহে, দগ্ধ পটের যেরূপ ভস্মাবশেষ থাকে, সেইরূপ অবিদ্যা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হইলে তাহারও যে অবশেষ থাকে তাহাকেও লেশ বলা যাইতে পারে না। কারণ নিরবয়ব বস্তুর ক্ষেত্রে কোনো অবশেষ থাকিতে পারে না।

পট সাবয়ব পদার্থ হওয়ায় তাহার ধ্বংসের অনন্তর তাহার ভস্মাবশেষ থাকে, কিন্তু অবিদ্যা নিরবয়ব পদার্থ হওয়ায় তাহার নাশের পরে কোনও অবশেষ থাকিবার প্রশ্নই নাই।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী যদি বলেন যে, 'লেশ' পদের অর্থ 'অবয়ব' বা 'অবশেষ' নহে, আকার মাত্র। ইহাতে ন্যায়ামৃতকার পুনরায় প্রশ্ন করিবেন যে, এই আকার কী প্রকার? ইহা কি জাতি? ইহা কি শুক্লাদিরূপ ধর্ম? অথবা ইহা সুবর্ণকুণ্ডলাদির ন্যায় অবিদ্যার কোনও বিশেষ অবস্থা? এইরূপে ন্যায়ামৃতকার একাধিক বিকল্প উত্থাপনপূর্বক প্রদর্শন করিয়াছেন যে, অদ্বৈতী কোনওরূপেই অবিদ্যালেশ উপপাদন করিতে পারেন না। ফলতঃ অবিদ্যালেশের অনুবৃত্তিবশতঃ জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহাদির অনুবৃত্তি হয়। ইহাও অদ্বৈতী বলিতে পারিবেন না। ন্যায়ামৃতের চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষ প্রকরণে ন্যায়ামৃতকার প্রদর্শন করিয়াছেন যে, মুক্তিতে তারতম্য স্বীকার্য।

টীকা

১। ব্যাসতীর্থ, ন্যায়ামৃত, মধুসুদনসরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধিঃ, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাঃ,অনুঃ) ন্যায়ামৃত-দ্বৈতসিদ্ধী (২য় ভাগ) বারাণসী, চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ২০১৪, পৃষ্ঠা -১২৮০।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Susmita Mistri (2026). *ন্যায়ামৃত ও অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে মোক্ষ বিষয়ক বিচার.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 30-41.

২। তদেব, পৃষ্ঠা-১২৮১।

৩। তদেব, পৃষ্ঠা-১২৮১।

৪। তদেব, পৃষ্ঠা-১২৮৭।

৫। তদেব, পৃষ্ঠা-১২৯১।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

অদ্বৈতসিদ্ধির চতুর্থ পরিচ্ছেদে ন্যায়ামৃতকার অদ্বৈত সম্মত যুক্তি বিষয়ে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন সেই সকল আপত্তি খন্ডন পূর্বক অদ্বৈত সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত হইয়াছে।

অবিদ্যানিবৃত্তিভঙ্গ প্রকরণে ন্যায়ামৃতকার প্রতিপাদন করিয়াছিলেন যে, অবিদ্যানিবৃত্তিকে অদ্বৈতী মোক্ষ বলিতে পারেন না। ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করিয়াছিলেন যে, অবিদ্যানিবৃত্তি বা অনর্থহেতু প্রহাণকে অদ্বৈত বেদান্তী মুক্তি বলিয়া থাকেন সেই অবিদ্যার নিবৃত্তি কি আত্মরূপ অথবা উহা যদি আত্মা হইতে ভিন্ন হয় তাহা কি সত্য অথবা মিথ্যা? ন্যায়ামৃতকার প্রতিপাদন করিয়াছিলেন যে, পূর্বোক্ত কোনো বিকল্প অবলম্বনে অদ্বৈত বেদান্তী অবিদ্যারনিবৃত্তি উপপাদন করিতে পারেন না। ন্যায়ামৃতকারের এই আপত্তি পূর্বোধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে।

ঐরূপ আপত্তির সমাধান করিতে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন "ননু মুক্তিস্তাবদবিদ্যানিবৃত্তে ন সম্ভবতি। তথা হি সা কিমাত্মরূপা? তদ্ভিন্না বা? নাদ্যঃ অসাধ্যত্বাপত্তেঃ দ্বিতীয়ে অপি কিং সতী? মিথ্যা বা? আদ্যে অদ্বৈতহানিঃ, দ্বিতীয়ে অবিদ্যাতৎকার্য অন্যতরত্বাপত্তিরিতি চেৎ ন 'চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মানোহজ্ঞান হানিরূপত্বাৎ।"[১] এইস্থলে 'ননু হইতে অবিদ্যাতৎকার্য অন্যতরত্বাপত্তিরিতি চেৎ' এই অংশে অদ্বৈতসিদ্ধিকার ন্যায়ামৃতকারের আপত্তি অনুবাদ করিয়াছেন এবং 'চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মানোহজ্ঞান হানিরূপত্বাৎ' এই অংশে অদ্বৈতপক্ষে ঐ সকল আপত্তির সমাধান উপস্থাপন করিয়াছেন । অদ্বৈতসিদ্ধিকারের মতে অন্তিম অখন্ডাকার বৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত আত্মাই অবিদ্যা নিবৃত্তি স্বরূপ, অখন্ডাকারবৃত্তিরা উপলক্ষণ কৃতিসাধ্য হওয়ায় যুক্তিও সাধ্য পদার্থরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপলক্ষণের নিবৃত্তি হইলে উপলক্ষিত পদার্থেরও নিবৃত্তি হইয়া যাইবে ইহা বলা যায় না। কারণ পাকরূপ উপলক্ষণ নিবৃত্ত হইলেও পাচকের নিবৃত্তি দৃষ্ট হয় না।

ইহার বিরুদ্ধে ন্যায়ামৃতকার পুনরায় আপত্তি করিয়াছিলেন যে, পাকাদিরূপ উপলক্ষণের পূর্বেও পাচক সৎই হইয়া থাকেন। তাহা হইলে বৃত্তি বা জ্ঞানরূপ উপক্ষণের পূর্বেও অজ্ঞান নিবৃত্তিকে সৎ বলিতে হইবে। কিন্তু ঐ সময়ে অজ্ঞানই থাকে। অজ্ঞানের নিবৃত্তি থাকে না।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

ISSN (ELECTRONIC): 2945-3135

Susmita Mistri (2026). ***ন্যায়ামৃত ও অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে মোক্ষ বিষয়ক বিচার.*** International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 30-41.

ইহার বিরুদ্ধে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন অসিদ্ধ পদার্থ কদাপি উপলক্ষণ হইতে পারে না। পাকক্রিয়া নিষ্পন্ন হইলেই দেবদত্তকে পাচক বলা যাইতে পারে না। পাক ক্রিয়ার পূর্বে দেবদত্তকে পাচক বলা যায় না। অতএব বৃত্তির উৎপত্তির পূর্বে অজ্ঞানাবস্থাই থাকে। অজ্ঞানের নিবৃত্তির কোন প্রসঙ্গই অখণ্ডাকারা বৃত্তির উৎপত্তির পূর্বে থাকিতে পারে না। অনন্তর ন্যায়ামৃতকার অদ্বৈতীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে পাচকত্ব বলিতে অদ্বৈতী কি বুঝিয়া থাকেন? পাককর্তৃত্ব অথবা পাককর্তৃত্বাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নত্ব? অথবা পাককর্তৃত্বান্ত্যভাবানধিকরণত্বরূপ পাককর্তৃত্বযোগ্যত্ব? এইরূপে তিনটি বিকল্প উপস্থাপন পূর্বক ন্যায়ামৃতকার সকল বিকল্পই খণ্ডন পূর্বক প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে অদ্বৈতী কোনোরূপে পাচকের পাচকত্বই উপপাদন করিতে পারেন না।

ইহার বিরুদ্ধে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে, ঘট জন্য হওয়ায় যেরূপ ঘটকাশ জন্য হয় সেইরূপ উপলক্ষ্য পদার্থ অসাধ্য হইলেও উপলক্ষণগত সাধ্যতার দ্বারা উপলক্ষিত মোক্ষ সাধ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অবিদ্যানিবৃত্তির অর্থ বস্তুতঃপক্ষে অবিদ্যা বিরোধী বৃত্তি। এইরূপে ন্যায়ামৃতকার অবিদ্যার নিবৃত্তি বিষয়ে যে সকল আপত্তি অবিদ্যার নিবৃত্তি ভঙ্গ প্রকরণে উপস্থাপন করিয়াছিলেন অবিদ্যানিবৃত্তিনিরূপন প্রকরণে অদ্বৈতসিদ্ধিকার সেই সকল আপত্তিরই সমাধান করিয়াছেন। বর্তমান অধ্যায় অদ্বৈতসিদ্ধি এবং তাহার টীকাসমূহ অনুসরণ পূর্বক অবিদ্যানিবৃত্তি বিষয়ে মাধ্ব সম্প্রদায়ের আপত্তিসমূহের নিরসন করা হইবে।

অবিদ্যানিবৃত্তিভঙ্গ প্রকরণের অনন্তর অবিদ্যানিবর্তকভঙ্গ প্রকরণে ন্যায়ামৃতকার প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতী অবিদ্যার নিবর্তক জ্ঞানও উপপাদন করিতে পারেন না।

ন্যায়ামৃতকারের এইসকল আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত উদ্ঘাটন করিতে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে, অদ্বৈতী কদাপি কেবল বৃত্তিকে অজ্ঞানের নিবরতক বলে না। চৈতন্যপ্রতিবিম্বধারনণী বৃত্তিকেই অজ্ঞানের নিবর্তক বলা হইয়া থাকে। বৃত্তি অসত্য হইলেও উহার সত্যভূত অজ্ঞান নিবৃত্তির উৎপাদন হইয়া থাকে। যেরূপ অভাবও কোন কোন স্থলে ভাবের জনক হয় এবং প্রতিভাসিক পদার্থেও ব্যবহারিক যুগের জনকত্ব অনুভবসিদ্ধ হইয়া থাকে।

ন্যায়ামৃতকার পুনরায় আপত্তি করিয়াছিলেন যে, বৃত্তি বস্তুতঃপক্ষে অজ্ঞানের বিরোধী নহে, চৈতন্যরূপ জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে।

ইহার উত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে তাহারা চৈতন্যের সহিত অসংশ্লিষ্ট কেবল বৃত্তিতে অজ্ঞানের বিরোধীতা স্বীকার করেন নাই। বৃত্তিতে সমারূঢ় চৈতন্যকেই অজ্ঞানের বিরোধী বলিয়াছেন। বৃত্তিতে চৈতন্য যদি প্রতিবিম্বিত না হয়, সেই কেবলবৃত্তি জড় পদার্থই হইয়া থাকে, সেই জড় বৃত্তির দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভব নহে। ন্যায়ামৃতকার যে, বলিয়াছেন রাগ ও দ্বেষের মধ্যে যেরূপ জাতিগত বিরোধ আছে, অখণ্ডাকারা বৃত্তি এবং অজ্ঞান এর মধ্যে সেইরূপ বিরোধ স্বীকার করা হইলে অজ্ঞানের সত্যতাপত্তি হইবে। তাহার বিরুদ্ধে

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Susmita Mistri (2026). ***ন্যায়ামৃত ও অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে মোক্ষ বিষয়ক বিচার.*** International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 30-41.

অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে, এইরূপ যুক্তিও তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে যেরূপ রজতভ্রমের নিবৃত্তি হয় বা শুক্তিতত্ত্বের সাক্ষাৎকারকে যেরূপ রজতভ্রমের নিবর্তক বলা হয়, সেইরূপই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকেও ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্তক বলা হইয়া থাকে। শুক্তি সাক্ষাৎকারের দ্বারা যে রজত নিবৃত্ত হইয়া থাকে সেই রজতের যেমন সত্যতাপত্তি হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা যে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, সেই অজ্ঞানেরও সত্যতাপত্তি হইবার কোনও প্রসঙ্গই নাই।

ইহার বিরুদ্ধে ন্যায়ামৃতকার বলিয়াছিলেন যে, বৃত্তিকে যদি নিজেরও নিবর্তক বলা হয়, তাহা হইলে বৃত্তির কৃতি অসম্ভব দুষ্কর হইয়া যাইবে এবং অজ্ঞানকার্য বৃত্তিতে কদাপি বৃত্তির উপাদানভূত অজ্ঞানের নিবর্তকত্ব দৃষ্ট হয় না।

ইহার বিরুদ্ধে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে, প্রমাণের বলে যে পদার্থ সিদ্ধ হয়, দৃষ্টান্ত এর বলে তাহার সমর্থন নিষ্প্রোয়োজন বা যে পদার্থ প্রমাণের বলে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা দৃষ্টান্তকে অপেক্ষা করে না, 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ'[২] এই শ্রুতির দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, বৃত্তির উপাদান কারণ অবিদ্যাই, অপরপক্ষে 'তরতি শোকম্ আত্মবিৎ' এই শ্রুতির দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, আত্মসাক্ষাৎকাররূপ অখণ্ডাকারা বৃত্তিই উপাদান কারণীভূত অজ্ঞানের নিবর্তক বলা হয়। অখন্ডারাকা বৃত্তি যে স্বীয় উপাদান কারণ অজ্ঞানের নিবর্তক হয়, এই বিষয়ে মুন্ডক উপনিষদেও বলা হইয়াছে 'সোহবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য'[৩] এইরূপে ন্যায়ামৃতে উত্থাপিত সমস্ত আপত্তি খন্ডন পূর্বক অদ্বৈতসিদ্ধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন যে, অখণ্ডাকারা বৃত্তিতে সমারূঢ় চৈতন্যই অজ্ঞানের নিবর্তক।

অনন্তর অদ্বৈতসিদ্ধির চিন্মাত্রস্যমোক্ষভাগিত্বনিরূপণপ্রকরণ অবলম্বনে যে অহমার্থের ঘটক চৈতন্যাংশকে মুমুক্ষু পুরুষরূপে অদ্বৈত বেদান্তে স্বীকার করা হইয়া থাকে এই অহমার্থের ঘটক চৈতন্যাংশ মোক্ষকালান্বয়ী হওয়ায় মোক্ষ ইহারই পুরুষার্থ। মোক্ষস্বরূপ যে সুখ তাহা দুঃখভাব হইতে অতিরিক্ত আত্মসরূপ হওয়ায় ইহাতে অপুরুষার্থের আপত্তি হয় না। কারণ ইহা আনন্দস্বরূপ হওয়ায় পুরুষের অভীষ্টই হইয়া থাকে। এইরূপে চিন্মাত্রস্যমোক্ষভাগিত্বনিরূপণপ্রকরণ অবলম্বনে অদ্বৈতসিদ্ধিকার প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, সপ্রকাশ চৈতন্যের সহিত অভিন্ন সুখই পুরুষার্থ। এই প্রকরণে অদ্বৈতসিদ্ধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আকারকে অবিদ্যালেশ পদের অর্থ বলা হইয়া থাকে এবং এই অবিদ্যালেশ অনুবৃত্তিবশতঃ জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহাদির অনুবৃত্তি হয়। 'ইন্দ্রো মায়াভি পুরুরূপ ঈয়তে'[৩] এইরূপ শ্রুতির দ্বারা সিদ্ধ হয় যে অবিদ্যার অনেক আকার সম্ভব । আকারী নিবৃত্ত হইলেও আকারের অনুবৃত্তি সম্ভব। যেরূপ ব্যক্তির নিবৃত্ত হইলেও জাতির অনুবৃত্তি ন্যায়াদি সম্প্রদায় স্বীকার করিয়া থাকেন। ন্যায়ামৃতকার জীবন্মুক্তিভঙ্গ প্রকরণে যে সমস্ত আপত্তি করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে, অবিদ্যাতে বহু শক্তি বিদ্যমান। এই সমস্ত শক্তির সহায়তায় অবিদ্যা অপারমার্থিক জগত নির্মাণ করিয়া থাকে এবং অর্থক্রিয়াসামর্থ্যও সম্পাদন করিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞান যে কালে উৎপন্ন হয়

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Susmita Mistri (2026). ***ন্যায়ামৃত ও অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে মোক্ষ বিষয়ক বিচার.*** International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 30-41.

সেইকালে প্রারব্ধ কর্ম ফলন্মুখ থাকে, তত্ত্বজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবার পরেও জগৎবিষয়ক অপরোক্ষ প্রতিভাসের যে কল্পক শক্তি তাহা অবিদ্যাতে থাকে এবং ঐ কল্পক শক্তি আন্তেভূত অবিদ্যাও থাকে। সুতরাং আন্তেভূত অবিদ্যার অনুবৃত্তি থাকায় ন্যায়ামৃতকার যে সকল দোষ উত্থাপন করিয়াছেন সেই সকল আপত্তিকে যুক্তিসঙ্গত বলা যায় না।

ইহার বিরুদ্ধে ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করিতে পারেন যে,তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ের অনন্তর যদি অবিদ্যার বন্ধন থাকিয়াই যায় তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষকে জীবন্মুক্ত কীরূপে বলা হয়? যাহার অবিদ্যা বন্ধন বিদ্যমান তাহার বিষয়ে মুক্ত এই পদের ব্যবহার কীরূপে হয়?

ইহার উত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে মুক্ত পুরুষের পক্ষে অবিদ্যার আবরণ শক্তির বিনাশ হয়, কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রারব্ধ কর্মের সমাপ্তি হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা সমস্ত শক্তিবিশিষ্ট অবিদ্যার বিনাশ হয় না। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের আবরণ শক্তির বিনাশ হয় এবং অনন্তর প্রারব্ধ সমাপ্ত হইলে জ্ঞানের উন্মুলন হইয়া থাকে। অদ্বৈতসিদ্ধির শেষ প্রকরণে অদ্বৈতসিদ্ধিকার প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, মুক্তিতে তাহারা তারতম্য স্বীকার করেন না। অদ্বৈতসিদ্ধির মুক্ত তারতম্যভঙ্গ প্রকরণ অবলম্বনে মুক্তিতে কোনপ্রকার তারতম্য অদ্বৈত বেদান্তীর অভিপ্রেত নহে।

AUTHOR(S) CONTRIBUTION

The writers affirm that they have no connections to, or engagement with, any group or body that provides financial or non-financial assistance for the topics or resources covered in this manuscript.

CONFLICTS OF INTEREST

The authors declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

PLAGIARISM POLICY

All authors declare that any kind of violation of plagiarism, copyright and ethical matters will take care by all authors. Journal and editors are not liable for aforesaid matters.

SOURCES OF FUNDING

The authors received no financial aid to support for the research.

টীকা-

১। ব্যাসতীর্থ, ন্যায়ামৃত, মধুসুদনসরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধিঃ, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাঃ,অনুঃ) ন্যায়ামৃতদ্বৈতসিদ্ধী (২য় ভাগ) বারাণসী, চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ২০১৪, পৃষ্ঠা -১২৮১।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Susmita Mistri (2026). *ন্যায়ামৃত ও অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে মোক্ষ বিষয়ক বিচার.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 30-41.

২। উপনিষদ গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাঃ), প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৮,পৃষ্ঠা -৪০৩।

৩। উপনিষদ গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাঃ), প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৮,পৃষ্ঠা -২১৫।

গ্রন্থপঞ্জী-

১। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, উপনিষদ, দ্বিতীয় ভাগ, ছান্দোগ্য উপনিষদ, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২।

২। উপনিষদ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, ছান্দোগ্য উপনিষদ, স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাঃ), পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪১১।

৩। ড. লোকনাথ চক্রবর্তী, পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৮।

৪। মধুসুদন সরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধিঃ (প্রথম ভাগ), কলকাতা, ১৮৫২ শকাব্দ ।

৫। মধুসূদন সরস্বতী, গুঢ়ার্থদীপিকা শ্রীমদ্ভগবদগীতা, কলকাতা, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৩।

৬। বেদব্যাস, বেদান্তদর্শনম্ (১ম খন্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৯।

৭। বেদব্যাস, বেদান্তদর্শনম্ (৩য় খন্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৯।

৮। বেদব্যাস, বেদান্তদর্শনম্ (৪র্থ খন্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৯।

৯। উপনিষদ, অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাঃ, অনুঃ) অখন্ড সংস্করণ, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৮০।

১০। উপনিষদ গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি নয়খানি, উপনিষদ, স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাঃ), চতুর্থ প্রকাশ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪১৩।

১১। যোগেন্দ্রনাথ বাগচী, বালবোধিনী টীকাসহ অদ্বৈতসিদ্ধিঃ (১ম ভাগ), দ্বিতীয় সংস্করণ, বারাণসী, রত্না পাবলিকেশন, ২০০৭।

১২। যোগেন্দ্রনাথ বাগচী, বালবোধিনী টীকাসহ অদ্বৈতসিদ্ধিঃ (২য় ভাগ), দ্বিতীয় সংস্করণ, বারাণসী, তারা পাবলিকেশন, ২০০৭।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

Susmita Mistri (2026). ***ন্যায়ামৃত ও অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে মোক্ষ বিষয়ক বিচার.*** International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 30-41.

১৩। উপনিষদ গ্রন্থাবলী, তৃতীয় ভাগ, বৃহদারণ্যকোপনিষদ, স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাঃ), চতুর্থ প্রকাশ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪১৩।

১৪। ব্যাসতীর্থ, ন্যায়ামৃত, মধুসুদনসরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধিঃ, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাঃ, অনুঃ) ন্যায়ামৃতদ্বৈতসিদ্ধী (২য় ভাগ) বারাণসী, চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ২০১৪।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License